মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

অর্থনীতি

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	N	৩	M	৪	L	৫	L	৬	K	৭	M	৮	L	৯	N	১০	M	১১	L	১২	K	১৩	N	১৪	M	১৫	M
	১৬	K	১৭	M	১৮	K	১৯	L	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	K	২৪	L	২৫	L	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হতে পারে।

বর্তমান সময়ে কোনো দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে কোনো একটি পণ্য উৎপাদন না করেও অন্য দেশ থেকে আমদানি করে নিজেদের চাহিদা মিটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র সস্তায় গাড়ি তৈরি করে। তবে আমাদের রয়েছে সস্তায় পোশাক তৈরির সুযোগ। এখন যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পোশাকের বিনিময়ে গাড়ির বাণিজ্য করি তাহলে আমাদের উভয়েরই লাভ হবে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সবাই উপকৃত হয়।

গ 'জলিল সাহেবের স্ত্রী ফোন করে আরও অনেক খরচের কথা বলা' অর্থনীতিতে অসীম অভাবকে নির্দেশ করে।

মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এরূপ পণ্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে অভাব বলে। মানুষের অভাব অনন্ত ও অসীম। মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে অসংখ্য অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু যে সমস্ত সম্পদের যা উপকরণের সাহায্যে এ সকল অভাব পূরণ করা সম্ভব সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। তাই মানুষকে সর্বদা সীমিত সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণের সংগ্রাম করতে হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জলিল সাহেব বাজারে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী একটি খরচের লিস্ট দিল। বাজারে যাওয়ার পর তার স্ত্রী তাকে ফোন করে নতুন করে আরও অনেক খরচের কথা বললেন যা অর্থনীতিতে অভাবকে নির্দেশ করে। মানুষ যা চায় তার সবকিছু পায় না। মানুষের এই না পাওয়া-চাওয়ার নাম অভাব। মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সে জন্যই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না। তাই বলা যায়, 'জলিল সাহেবের স্ত্রী ফোন করে আরও অনেক খরচের কথা বলা' অর্থনীতিতে অসীম অভাবকে নির্দেশ করে।

ঘ "অর্থ সংকটের কারণে জলিল সাহেবের সব খরচ করতে না পারা অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা নির্দেশ করে। দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই সমাজে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।" –উক্তিটি যথোপযুক্ত।

দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। মানুষ তার অভাব পূরণ করার জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে চায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মানবজীবনের এই অসংখ্য অভাবের তুলনায় উৎপাদনের উপকরণ তথা প্রাপ্ত সম্পদের স্বল্পতাকে অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলে। উদাহরণ স্বরূপ– শাকিলের কাছে এক হাজার টাকা আছে। তার শার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার টাকার পরিমাণ অনেক কম। এরূপ অবস্থা মূলত সম্পদের 'দুষ্প্রাপ্যতাকে' নির্দেশ করছে।

উদ্দীপকের জলিল সাহেব খরচের লিস্ট নিয়ে বাজারে যাওয়ার পর অর্থ সংকটের কারণে সব খরচ করতে পারলেন না। জলিল সাহেবের সমস্যাটির সাথে অর্থনীতির দুষ্প্রাপ্যতার মিল রয়েছে। যেকোনো দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদন করতে সম্পদ দরকার হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবাই পাওয়া সম্ভব। এটাই মূলত দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা। সম্পদ অসীম হলে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হতো না। আর এ কারণেই সমাজে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়।

খ কোনো দ্রব্য সম্পদ হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন– নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সম্পদ নয়। তবে শ্রম ব্যবহার করে পানিকে বোতলবন্দি করলে পানি সম্পদে পরিণত হয়। অন্যদিকে জমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কাছে অপর্যাপ্ত দ্রব্য। এগুলোও সম্পদ। তাই কেবলমাত্র অপ্রচুর দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়।

গ উদ্দীপক-১ এ রাইসার ক্ষেত্রে অর্থনীতির সুযোগ ব্যয় ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। সময় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষ এক সাথে সবকিছু পেতে পারে না। ব্যক্তিকে এখানে নির্বাচন করতে হয়। এখানে একটি পছন্দ পূরণ করতে গিয়ে বিকল্প অন্য একটি পছন্দ পূরণের সুযোগ হাতছাড়া করতে হয়। যে পছন্দটি ত্যাগ করা হয় সেটিই প্রথম পছন্দের সুযোগ ব্যয়।

উদ্দীপক-১ এ দেখা যায়, ঈদে রাইসার বাবা ঈদের কেনাকাটার জন্য তাকে ৫০০০ টাকা দেন। মার্কেটে গিয়ে রাইসা জামা-কাপড় না কিনে একটি মোবাইল কিনে নিয়ে আসে। তাই এই ঈদে তার জামা-কাপড় কেনা হলো না। এ ধারণাটি অর্থনীতির সুযোগ ব্যয় ধারণার সঙ্গে মেলে। এখানে রাইসার মোবাইল কেনা হলো জামা-কাপড় কেনা বাদ দেয়া। অর্থাৎ এখানে মোবাইল হলো জামা-কাপড়ের সুযোগ ব্যয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-১ এ রাইসার ক্ষেত্রে অর্থনীতির সুযোগ ব্যয় ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপক-২ এ রেহানার গানের প্রতিভাকে উৎপত্তির দিক থেকে মানবিক সম্পদ বলা যায়। কিন্তু এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই বলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে তা সম্পদ নয়।

অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ বলতে গেলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেগুলো হলো উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। অর্থাৎ উক্ত বস্তুর অভাব পূরণের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তার যোগান হবে সীমিত। এছাড়া বস্তুটির হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিক অস্তিত্বও থাকতে হবে। অন্যদিকে, মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন– শারীরিক যোগ্যতা, মানবীয় গুণাবলি, প্রতিভা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে এগুলোকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না; কারণ এদের উপযোগ ও অপ্রাচুর্যতা থাকলেও হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই।

উদ্দীপক-২ অনুযায়ী রেহানার গানের প্রতিভা এক ধরনের মানবীয় গুণ। যা মানবিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিভার অন্যান্য সম্পদের মতো উপযোগ ও অপ্রাচুর্যতা থাকলেও এর মালিকানা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এছাড়া এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্বও লক্ষ করা যায় না।
সুতরাং বলা যায়, রেহানার গানের প্রতিভা মানবিক সম্পদ হলেও অর্থনীতিতে তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে না।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য/ সেবার উপযোগ গ্রহণ করা বুঝায়।

খ দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (যেমন : উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

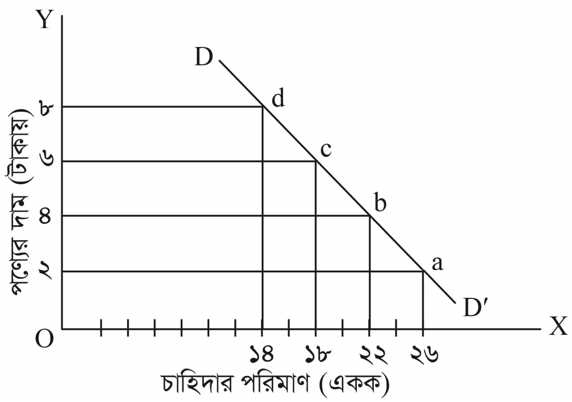

চিত্র : চাহিদা রেখা

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চাহিদা সূচি অনুযায়ী প্রতি একক পণ্যের দাম ২ টাকা, ৪ টাকা, ৬ টাকা ও ৮ টাকা হলে তার চাহিদা হয় যথাক্রমে ২৬ একক, ২২ একক, ১৮ একক ও ১৪ একক। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ রেখাটি পাওয়া যায়। যা চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত। এখানে দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে ও দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

ঘ ভোক্তার আয় এবং রুচির পরিবর্তন হলে উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা বিধিটি কার্যকর হবে না।
চাহিদা বিধিতে বলা হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস, বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি ধরা হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি বা একের অধিক বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

কোনো দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হয় তবে চাহিদা বিধির প্রতিফলন ঘটে না। যেমন– ক্রেতার আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়লে একটি দ্রব্যের দাম বাড়া সত্ত্বেও ক্রেতার কাছে দ্রব্যটির চাহিদা কমবে না। আবার ক্রেতার আয় অনেকখানি কমে গেলে একটি দ্রব্যের দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না। সুতরাং বলা যায়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে ভোক্তার আয় এবং রুচির পরিবর্তন হলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম ঘটে বিধায় বিধিটি কার্যকর হবে না।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো ভোগ।

খ দামের সাথে চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে চাহিদা রেখা বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।
দ্রব্যের দাম বাড়লে ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ কমে। আবার দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এই বিপরীত সম্পর্ক চিত্রে প্রকাশ করলে দেখা যায়, চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

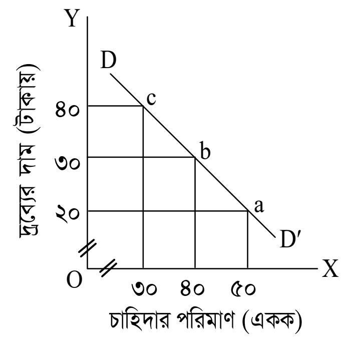

চিত্র : চাহিদা রেখা

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চাহিদা সূচি অনুযায়ী প্রতি একক দ্রব্যের দাম ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে তার চাহিদা হয় যথাক্রমে ৫০ একক, ৪০ একক ও ৩০ একক। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ রেখাটি পাওয়া যায়। যা চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত। এখানে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।
যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

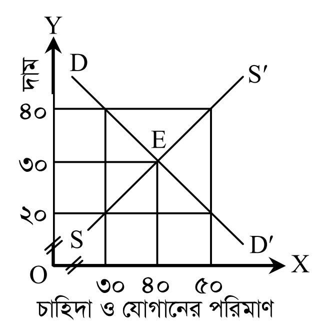

চিত্র : বাজার ভারসাম্য

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও যোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ২০ টাকা হলে এর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০ একক ও ৩০ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের যোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ৪০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ একক ও ৫০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি। তাই, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ৩০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ ৪০ একক যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৩০ টাকা ও ৪০ একক।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাই হলো মোট উৎপাদন।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠক উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন বলে তাকে সমন্বয়কারী বলা হয়।

উৎপাদনের ৪র্থ উপকরণ হলো সংগঠন। যার মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করেন সংগঠক। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়।

গ ঘটনা-১ এর সৃষ্ট কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ পদ্মা পাড়ের জেলে রাজু। পদ্মায় ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ায় সে ইলিশ ঢাকায় নিয়ে এসে বিক্রি করে। এতে সে ভালো দাম পায়। এখানে লক্ষণীয় যে, রাজু যদি ধরা মাছগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত তবে সে মাছের দাম কম পেত। কারণ সেখানে মাছের সরবরাহ বেশি তাই দামও তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে সে ঢাকাতে মাছগুলো নিয়ে আসে। ঢাকার মানুষ তৃপ্তি নিয়ে ইলিশ খাওয়ার জন্য মাছগুলো বেশি দামে ক্রয় করে।

তাই বলা যায়, রাজু তার জালে ধরা মাছগুলো ঢাকায় এনে স্থানগত উপযোগের সৃষ্টি করেছে।

ঘ ঘটনা-২ এ কৃষক সুজনের কাজটি দ্বারা অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সময়গত উপযোগের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়ালেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন– পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রিয় করলে বেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি না পেলেও তার দাম বর্ধিত হবে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ লক্ষ করা যায়, ধানের মৌসুমে বাম্পার ফলন হওয়ায় ধানের দাম কম। তাই সে ধান মজুদ করে রাখেন। তার ধারণা পরে তিনি এ ধান বিক্রি করলে বেশি মূল্য পাবেন। তার কর্মকাণ্ড থেকে বুঝা যায়, ধানের উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটলেও সময়ের ব্যবধানে এর উপযোগ বা দাম বর্ধিত হবে। তাই উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ সুজনের কর্মকাণ্ডটি সময়গত উপযোগকে নির্দেশ করছে।

সুতরাং ঘটনা-২ এ কৃষক সুজনের কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সময়গত উপযোগকে প্রতিফলিত করেছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। সে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়।

খ অতি স্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্ব কম হওয়ার কারণে এ ধরনের বাজারে পণ্যের যোগান বৃদ্ধি করা যায় না।

এ ধরনের বাজারের স্থায়িত্ব এতই কম যে, এ সময়ের মধ্যে কোনো দ্রব্যের যোগান কমানো বা বাড়ানো যায় না। এই স্বল্পসময়ে ফার্মসমূহ তাদের পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তাই এ বাজারে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদার ভিত্তিতে। সকালের কাঁচাবাজার অতি স্বল্পকালীন বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের লিচুর বাজার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। এ বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজারে বিদ্যমান দাম সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত থাকে। এ বাজারের পণ্যসমূহ সমজাতীয় হওয়ায় পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে একটি পণ্যকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। ক্রেতা-বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে। এ বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নীলা বাজারে লিচু কিনতে গিয়ে দেখেন অনেক ব্যবসায়ী লিচু বিক্রি করছে। ক্রেতার সংখ্যাও অনেক। নীলা কয়েকটি দোকান যাচাই করে লিচুর মান একই দেখলেন। এসব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, নীলার দেখা লিচুর বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

ঘ উদ্দীপকের ঘড়ির বাজারটি হলো একচেটিয়া বাজার। বাংলাদেশে এ ধরনের বাজারের অস্তিত্ব আছে।

যখন কোনো একটি মাত্র ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়, তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয়, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। এ বাজারে একটি মাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা থাকে। তবে এ বাজারে অসংখ্য ক্রেতা অবস্থান করে। আর যে দ্রব্যের বিক্রয় হয় সেটির নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না। এ বাজারের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা এককভাবে দ্রব্যের দাম এবং যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের ঘড়ির বাজারটিতে একজনমাত্র বিক্রেতা ছিল। তাই সে বাজারে দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করত। একমাত্র বিক্রেতা হওয়ায় খুব সহজেই সে ঘড়ির দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। এটি একচেটিয়া বাজারকেই নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা না গেলেও আমদানিকৃত কিছু পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন- জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। ঢাকা শহরে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার বিদ্যমান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এককভাবে দ্রব্যের দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘড়ির বাজারটি একচেটিয়া বাজার এবং বাংলাদেশে কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারের অস্তিত্ব আছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক GNI এর পূর্ণরূপ হলো Gross National Income.

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপক-১ এ কামালের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের শিল্প খাত (কুটিরশিল্পের) অন্তর্ভুক্ত।

যে শিল্পে ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য প্রস্তুতে ২০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে।

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পগুলো তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, বেত ও কাঠ শিল্প।

উদ্দীপক-১ এ দেখা যায়, কামাল পড়াশুনা শেষ করে চাকুরীর চেষ্টা না করে গ্রামে ফিরে গিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কাঁচামাল যেমন, বাঁশ, বেত, শোলা এবং পাতা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে বিশজন কর্মী কাজ করে। যা কুটিরশিল্প নির্দেশ করছে। এ শিল্পে হালকা ও সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কুটিরশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই বলা যায়, কামালের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের শিল্পখাত (কুটিরশিল্পের) অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত জামাল সাহেবের লেনদেন মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে এক বছরের আয় আরেক বছরের আয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বন্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

উদ্দীপক-২ এ দেখা যায়, জামাল সাহেব বসবাসের জন্য একটি পুরানো ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। তার বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়, তাই তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন। উক্ত লেনদেন দুটি মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব বহির্ভূত। কারণ পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় এবং পুরাতন গাড়ি ক্রয় উভয়ই জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং বলা যায়, জামাল সাহেবের লেনদেন মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত তাই অর্থ।

খ একজন কৃষক কিছু ধান দিয়ে জেলের কাছ থেকে কিছু মাছ নিলে তা বিনিময় প্রথার সাথে মিলে।

যখন অর্থের প্রচলন ছিল না তখন কারো কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন হলে নিজের জিনিসের বিনিময়ে অন্যের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতো। দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষক ধানের বিনিময়ে জেলের কাছ থেকে মাছ সংগ্রহ করতো। আবার জেলে তার মাছের বিনিময়ে কাপড় বা ধান সংগ্রহ করতো। এভাবে এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে সরাসরি পণ্য বিনিময় প্রথা বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকের সুমনের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের আমানত সংগ্রহ করে। যথা : চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত।

উদ্দীপকের সুমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এটি ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং বিপরীতে মুনাফা প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের ওপর কম হারে সুদ দেয়। অপরদিকে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অতএব, সুমনের প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি হলো এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে মিলনের চাকরিরত প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের মিলন যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সেটি জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। তবে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নজরদারি ও পরামর্শ প্রদান করে যা মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কোনো দেশের অর্থনীতিতে ঋণের আধিক্য হলে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর ঋণের স্বল্পতার জন্য মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এসব সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ EPZ (Export Processing Zone) হচ্ছে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ইপিজেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশের শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়াই এর লক্ষ্য। বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী EPZ।

গ উদ্দীপকের শায়লার পত্রিকার পাতায় দেখা পাটের ফলন বিষয়টি 'কৃষি খাত' এবং পাট থেকে তৈরি হওয়া চট, বস্তা, দড়ি, সুতা ইত্যাদি দ্রব্য শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের দৈনন্দিন কাজকর্ম তথা এর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কীটনাশক, সার প্রভৃতি সরবরাহ করে শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি খাত। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন– পাট, চিনি, সার, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পাট কৃষি খাতের এবং দড়ি, সুতা, ব্যাগ ইত্যাদি হলো শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। পাট ছাড়া পরিবেশ অনুকূল ব্যাগ, সুতা, দড়ি, চট ও বস্তা উৎপাদন কঠিন হবে। আবার শিল্পে পাটের চাহিদা না থাকলে এটির উৎপাদন লাভজনক হতো না। সুতরাং বলা যায়, কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম খাতটি কৃষি এবং দ্বিতীয় খাতটি হলো শিল্প খাত। দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি সেবা খাতেরও উন্নয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখনো অনেকাংশে নির্ভর করে কৃষির ওপর। কেননা ঐতিহ্যগতভাবে এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। কৃষির সঙ্গে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় যুক্ত। কৃষি খাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১২.০৭ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও শিল্প খাতের তুলনায় দেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের অবদান বেশি। যেসব অবস্তুগত দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করে তা-ই সেবা। বর্তমানে বাংলাদেশে সেবা খাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবা খাত ছিল একক বৃহত্তম খাত। সেবছর এ খাতের অবদান ছিল ৫১.৯২ শতাংশ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের উন্নয়ন জরুরি। উল্লিখিত তিনটি খাতের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের ওপরেই এ দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না, এ অবস্থাকে বেকারত্ব বলে।

খ একটি দেশের জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হলে জনসংখ্যা দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। মানব সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ 'খ' নামক দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নয়নশীল দেশ।

উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। তবে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে বড় বড় বহুতল ভবন ও উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রেল ও বিমান রয়েছে। 'খ' দেশে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। তবে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি হচ্ছে, যা উন্নয়শীল দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'খ' নামক দেশটি উন্নয়নশীল দেশ।

ঘ 'খ' দেশকে 'ক' নামক উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকের 'ক' নামক রাষ্ট্রে বড় বড় বহুতল ভবন ও উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রেল ও বিমান রয়েছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় 'ক' নামক দেশটিকে উন্নত দেশ বলা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিকমাত্রায় কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। 'খ' নামক দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে 'খ' দেশকে 'ক' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) সরকারের প্রত্যাশিত আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণীকে বাজেট বলে।

খ কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে ঘাটতি বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

গ রাজন যে কর দেয় তা হলো মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট (VAT)।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর বলে। এটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর VAT (Value Added Tax) আরোপ করা হয়। আর এই VAT আরোপের পরিমাণ শতকরা ১৫%।

উদ্দীপকের রাজন নির্ধারিত দামের একটি দোকানে ঈদের পাঞ্জাবি কিনতে যায়। পাঞ্জাবির গায়ে লেখা দামের চেয়ে তাকে কিছু বাড়তি অর্থ দিতে হয়। এই অতিরিক্ত অর্থই হলো VAT বা মূল্য সংযোজন কর। রাজন আইনগতভাবেই এই বাড়তি অর্থ দিতে বাধ্য।

তাই বলা যায়, রাজনের প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ হলো মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট।

ঘ রাজনের বাবা যে কর দেন তা হলো আয়কর। এটি সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস আয়কর। বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক বাজেটের আয়ের একটি বড় অংশ আয়কর। সরকার ও অর্থনীতিবিদের প্রত্যাশা ভবিষ্যতে এ খাত থেকে সরকারের আয় আরও বাড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোম্পানি ব্যতীত ব্যক্তিগত করদাতা যাদের বার্ষিক নিট আয় ৩,০০,০০০ টাকার (পুরুষদের ক্ষেত্রে) বেশি তাদের আয়ের ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এ কর দিতে হয়। তবে নারী, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩,৫০,০০০, ৪,০০,০০০ এবং ৪,৭৫,০০০ টাকা হলে তাদের আয়ের ওপর আয়কর ধার্য করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার ওপরও কর ধার্য করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রাজনের বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পান। বার্ষিক আয়ের ওপর তাকে নির্ধারিত হারে সরকারকে কর দিতে হয়। এই কর আয়কর হিসেবে গণ্য।

কাজেই বলা যায়, রাজনের বাবার দেওয়া আয়কর সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	K	৩	M	৪	K	৫	K	৬	N	৭	N	৮	M	৯	M	১০	L	১১	M	১২	N	১৩	L	১৪	M	১৫	K
	১৬	K	১৭	K	১৮	M	১৯	L	২০	N	২১	K	২২	N	২৩	L	২৪	N	২৫	N	২৬	L	২৭	M	২৮	L	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।'

খ মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সব অভাব পূরণ হয় না।

মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষ অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে।

গ ঘটনা-১ এ অর্থনীতির 'মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়' এবং 'সুযোগ ব্যয়' নীতি দুটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রণোদনা অর্থ অনুপ্রেরণা। কোনো কাজে মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি বেশি যত্নের সাথে করে। প্রণোদনা দেওয়ার ফলে কোনো কাজের প্রতি মানুষের ইচ্ছা বা আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তখন কাজটি আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা হলো সুযোগ ব্যয়। কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ রীমাকে তার আম্মু বলল, এবার যদি পরীক্ষায় ভালো করতে পার তবে তোমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দেব। রীমাকে ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার কথা বলে তার আম্মু মূলত পড়ালেখার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। এতে করে সে পড়ালেখার প্রতি আরো মনোযোগী হবে। অর্থনীতির ভাষায় এরূপ অনুপ্রেরণা প্রদান করাকে বলা হয় প্রণোদনা প্রদান। এরূপ প্রনোদনার মাধ্যমে অতিরিক্ত ভোগের সৃষ্টি হয় বলে মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়। আবার এরূপ প্রণোদনার ফলে রীমা খেলাধুলা ও টেলিভিশন দেখা কমিয়ে দিয়ে বেশি পড়ালেখায় মনোযোগী হয়। এভাবে পড়ালেখার জন্য খেলাধুলা ও টেলিভিশন দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করাকে অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ সুযোগ ব্যয় হলো অতিরিক্ত উৎপাদন বা ফলাফলের আশায় অন্য কিছু যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে অর্থনীতির প্রধান দুটি নীতি প্রণোদনা ও সুযোগ ব্যয় ধারণা দুটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ঘটনা-২ এর সমস্যাটি নিরসনে বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ মজনু মিয়াদের সাহায্য করতে পারে।

বাজার ব্যবস্থা সাধারণত নানা ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদা ও সরবরাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু সবসময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিক্সাচালক মজনু ট্রাফিক পুলিশের জরিমানার ভয়ে পরিবারের সকলের জন্য মাস্ক কিনতে বাজারে যায়। কিন্তু বাজারে গিয়ে সে দেখল, বিক্রেতারা সরকারি নীতির কথা শুনে মাস্কের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে অপারাগ হয়ে জনপ্রতি ৭টা মাস্ক কিনে বাসায় ফিরল। এক্ষেত্রে সরকার বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করে মজনু মিয়াদের সাহায্য করতে পারে। বিক্রেতারা যেন নির্ধারিত মূল্যের বেশি মূল্য আদায় করতে না পারে সেজন্য বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জরিমানা ও দন্ডের বিধান করতে পারলে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং মজনু মিয়ারা উপকৃত হবে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে।

খ মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ এটির বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা নেই। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– ১. উপযোগ, ২. অপ্রাচুর্যতা, ৩. হস্তান্তরযোগ্যতা ও ৪. বাহ্যিকতা। এ চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না। মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণের মধ্যে এ চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। তাই মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণকে সম্পদ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকের রাবেয়া বেগমের ব্যাংকে জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতিতে সঞ্চয় বলে।

মানুষ যা আয় করে তার পুরোটাই খরচ করে না। আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জমা রাখে। এই জমাকৃত অংশই হলো সঞ্চয়। অর্থাৎ আয় হতে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সঞ্চয়। সঞ্চয়ের ধারণাটি সমীকরণের মাধ্যমে সহজে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$, এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাবেয়া বেগম একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। মাস শেষে তিনি বেতন ভাতা বাবদ যে অর্থ পান তার কিছু অংশ তিনি ব্যাংকে জমা করে রাখেন। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। কাজেই বলা যায়, রাবেয়া বেগমের ব্যাংকে জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতিতে সঞ্চয় নির্দেশ করে।

ঘ রাবেয়া বেগমের নিজ সন্তান দেখাশোনা করা হলো অ-অর্থনৈতিক কাজ এবং বেসরকারি সংস্থায় শিশুদের দেখাশোনা করা হলো অর্থনৈতিক কাজ। তাই এ কাজগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

উদ্দীপকের রাবেয়া বেগম একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। সেখানে সে সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত ১ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ছুটির পর বাড়িতে এসে তিনি তার নিজের দুই ছেলেকে দেখাশোনা ও লালন-পালন করেন। এখানে রাবেয়া বেগমের বেসরকারি সংস্থায় কাজটি তার পেশা। আর সন্তানদের দেখাশোনা করা তার দায়িত্ব। প্রথমটির বিনিময়ে অর্থ পেলেও দ্বিতীয়টির বিনিময়ে অর্থ পায় না। বেসরকারি সংস্থায় কাজের বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। আর এই কাজটি তাই অর্থনৈতিক কাজ। আর নিজ সন্তানদের দেখাশোনার মাধ্যমে তার কোনো অর্থ উপার্জন হয় না। কিন্তু এর অনেক সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই তার এ কাজ অ-অর্থনৈতিক কাজ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রাবেয়া বেগমের নিজ সন্তান দেখাশোনা করা ও বেসরকারি সংস্থায় শিশুদের দেখাশোনা করার কাজের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের একক প্রতি উপযোগকে বলা হয় গড় উপযোগ।

খ প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত সম্পদ সৃষ্টি হয়।

কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

গ উপরের সূচিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে।

একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় ৪ টাকা। এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় যথাক্রমে ৩, ২, ১, ০ ও −১ টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ৬ষ্ঠ একক ভোগের ক্ষেত্রে তা ঋণাত্মকও হচ্ছে। সুতরাং, উক্ত সূচিতে ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ কমার প্রবণতা রয়েছে। এভাবে সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ একজন ভোক্তা সূচির ষষ্ঠ একককে দ্রব্য ভোগ করবে না।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বৃদ্ধি করতে থাকলে এক পর্যায়ে ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। এ পর্যায়ে ভোক্তা আর ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য হতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ হয় ৪ টাকা। ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক হলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭, ৯, ১০ ও ১০ টাকা হয়। প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে ৩, ২, ১, ও ০ টাকা হয়। ভোগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৬ষ্ঠ একক হলে মোট উপযোগ কমে ৯ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (−১) টাকা হয়।

১ম দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। তবে ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এভাবে ষষ্ঠ একককে ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ ভোক্তার কাছে এই একক দ্রব্যের কোনো উপযোগ নেই। তাই একজন ভোক্তা সূচির ষষ্ঠ একককে দ্রব্য ভোগ করবে না।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠক উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন বলে তাকে সমন্বয়কারী বলা হয়।

উৎপাদনের ৪র্থ উপকরণ হলো সংগঠন। যার মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করেন সংগঠক। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়।

গ মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ মোট উৎপাদন রেখা থেকেই প্রান্তিক উৎপাদন রেখার উৎপত্তি। নিম্নে সূচির আলোকে চিত্র তুলে ধরা হলো–

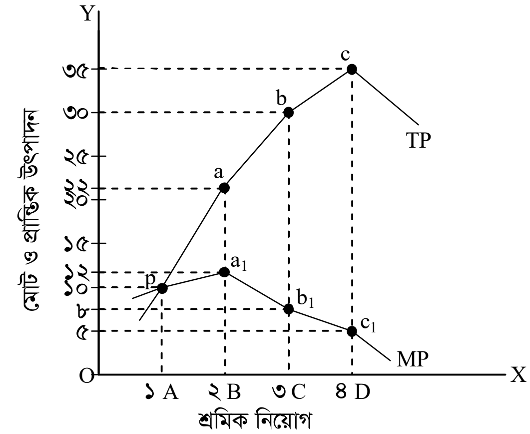

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমিক নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

উদ্দীপকের সূচিতে লক্ষ করা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন ১০ মণ। যার সমন্বয় বিন্দু p এখন শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে ২, ৩, ৪ জন হলে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ২২, ৩০ ও ৩৫ মণ হয়। যার সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে a, b ও c। এখন এই সমন্বয় বিন্দুসমূহ p, a, b ও c যোগ করে মোট উৎপাদন (TP) রেখা পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন একক শ্রমিক ১, ২, ৩ ও ৪ নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১০, ১২, ৮ ও ৫ যাদের সমন্বয় বিন্দুসমূহ p, a_1, b_1 ও c_1 যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে যে সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নরূপ :

১. মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়বে।
২. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন কমে।
৩. মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বনিম্ন হয়।
৪. মোট উৎপাদন কমলে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়।

ঘ উপরের ছক থেকে চিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করা হলো :

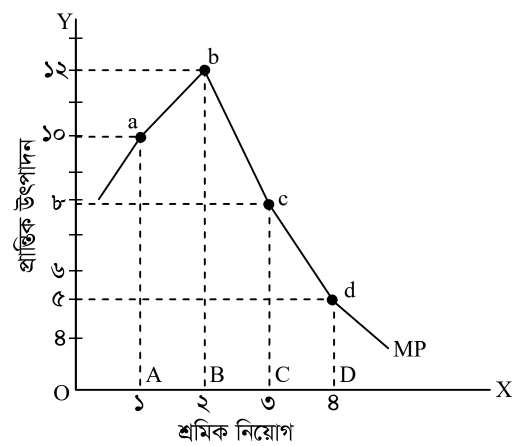

চিত্র : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমিক নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে শ্রমিক নিয়োগের পর্যায় বা ধাপসমূহ হচ্ছে ১, ২, ৩ ও ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হলো Aa (১০), Bb (১২), Cc (৮), Dd (৫)। প্রান্তিক উৎপাদন সূচক a, b, c, ও d বিন্দুগুলো যোগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে।

অর্থাৎ এখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কিন্তু বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে ক্রিয়াশীল সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।

খ যে প্রক্রিয়ায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে উপকরণ বেচাকেনা হয় তাকে উপকরণ বাজার বলে।

উৎপাদনে ব্যবহৃত যেকোনো মৌলিক উপাদানকে উপকরণ বলে। উপকরণের বেচাকেনা উপকরণের মূল্যের ওপর নির্ভর করে। চাহিদা ও যোগান দ্বারা বাজারে উপকরণের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে যে বাজারের কথা বলা হয়েছে তা হলো একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ্য হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে ওঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

উদ্দীপকে দেখা যায় জামাল চালের আড়তের একজন দোকানদার। তার আড়তে বিভিন্ন ধরনের চাল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সেখানে অসংখ্য ক্রেতা রয়েছে, যা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চাল মজুদ করে দাম বাড়াচ্ছে, যা একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং একচেটিয়া ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উভয় বাজারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বাজারটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

ঘ অসাধু ব্যবসায়ীর চাল মজুত রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার বিষয়টি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত– উক্তিটি যথার্থ।

একচেটিয়া বাজারে কোনো পণ্যের উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা একজন থাকলেও তার ক্রেতা থাকে অসংখ্য। আবার এ বাজারে পণ্যটির কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য না থাকায় উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা তার দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে বিক্রেতা ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় চাল মজুত করে রাখায় এর দাম বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখানে আংশিকভাবে একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় এ বাজারে নতুন কোনো ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না। আবার বিদ্যমান ফার্মটি শিল্প ত্যাগও করতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ বাজারের ওপরে একচেটিয়া কারবারির একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে বলে পণ্যের দাম ও যোগান নির্ধারণে একচেটিয়া ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের চাল মজুত রাখার বিষয়টি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক GDP-এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদন কাজে যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। তাই এসবের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন বা যন্ত্রপাতির এ ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো নিট জাতীয় আয়।

গ উদ্দীপকের রাজিবের প্রেরিত অর্থ জাতীয় আয়ের মোট জাতীয় আয় ধারণার সাথে সম্পর্কিত ।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টি হলো মোট জাতীয় আয় বা GNI। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় হলো একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফল।

উদ্দীপকের রাজিব কুয়েতে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। প্রতিমাসে তিনি বাংলাদেশে তার পরিবারের জন্য ষাট হাজার টাকা প্রেরণ করেন। তার এই প্রেরিত অর্থ হলো রেমিট্যান্স। রাজিবের প্রেরিত অর্থ আমাদের দেশের জাতীয় আয় হিসাবের সাথে যুক্ত হয়।

অতএব আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, রাজিবের প্রেরিত অর্থ মোট জাতীয় আয় ধারণার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ মাইকেল চ্যাং এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত না করলেও রাজিবের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হবে তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই মোট জাতীয় আয়। মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয়ে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে তা যোগ হবে। আর বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যা আয় করে তা বিয়োগ হবে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয়, রাজিব কুয়েতে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি প্রতিমাসে বাংলাদেশে তার পরিবারের জন্য টাকা পাঠান। অন্যদিকে, চীনের নাগরিক মাইকেল চ্যাং বাংলাদেশে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুতে কাজ করেন। তিনি তার আয়ের একটি অংশ তার দেশে পাঠান। বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়ায় মাইকেল চ্যাং এর আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও এ অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে। অপরদিকে রাজিবের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে সরাসরি প্রভাবিত করবে। কারণ তিনি তার দেশে টাকা পাঠান। যা তার দেশের জাতীয় আয়ে যোগ হবে।

তাই বলা যায়, মাইকেল চ্যাং এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করলেও রাজিবের প্রেরিত আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায় তাকে সঞ্চয়ী আমানত বলে। উল্লেখ্য যে, এ আমানতের ওপর ব্যাংক কিছু সুদ প্রদান করে।

খ অর্থ, পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অতীতে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্যের কোনো নিশ্চিত বা সঠিক মানদণ্ড ছিল না। কিন্তু অর্থের প্রচলন হওয়ার পর থেকে দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– জুনাইনাহ একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক।

গ উদ্দীপকের 'X' বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে। যেমন– পাটশিল্প, চামড়া শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প ইত্যাদি। এ ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে, যা পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। এছাড়া স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এ ব্যাংক বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদি ঋণ প্রদান করছে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে।

উদ্দীপকের 'X' ব্যাংকটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। যার সময়সীমা ২০ বছর। ব্যাংকটি কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়। এছাড়া শিল্পোন্নয়নে বিনামূল্যে পরামর্শ প্রদান করে। এসব বৈশিষ্ট্য 'X' ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায় 'X' ব্যাংকটি হলো বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের 'Y' ব্যাংকটি হলো গ্রামীণ ব্যাংক। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উক্ত ব্যাংকটির গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে এ ব্যাপক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে অকৃষিখাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

উদ্দীপকের 'Y' ব্যাংক জামানত ছাড়া ঋণ দিয়ে থাকে। এটি হতদরিদ্র অসহায় নারীদের কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকটি বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে। দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে অকৃষিখাতেও সম্পৃক্ত করার জন্য এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে ঋণ প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। আবার এ ব্যাংক ভিক্ষুকদের সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে। দরিদ্র অসহায় নারীদের ঋণ হিসেবে পল্লিফোন প্রদান করে। এর আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করে নারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গ্রামীণ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করাকে শিল্প বলে।

খ যে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য (০) তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার।

সাধারণত কর্মরত হওয়া সত্ত্বেও যেসব শ্রমিকের কাজ প্রত্যাহার করলে মোট উৎপাদন হ্রাস পায় না, সে শ্রমিকের অবস্থাকে ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ যে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য সে-ই প্রচ্ছন্ন বেকার। বাংলাদেশের বহু কৃষক পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই একই জমিতে কাজ করে। অথচ এদের সকলের কাজ করার ফলে উৎপাদনশীলতার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদেরকে মূলত ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছকের 'A' বাংলাদেশের অর্থনীতির সেবা খাতকে নির্দেশ করে।

যেসব অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ হয় এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাকে সেবা বলে। যেমন– পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা, গৃহায়ণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ও জনগণের কাছে এসব সেবা সরবরাহ করা হয়। তারা এসব সেবা ক্রয় করে অভাব পূরণ করে। উদ্দীপকের A খাতের উপাদানগুলোর সঙ্গে অর্থনীতির সেবা খাতের উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, ছক 'A' এর উপাদানগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির সেবা খাতেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এটি একক বৃহত্তম খাত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে GDP-তে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.২৬ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫২.৫৪ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫১.৯২ শতাংশ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' খাত কৃষি খাত এবং 'C' খাত হলো শিল্প খাত। এ দুটি খাত একে অপরের পরিপূরক।

কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি খাত। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন– বস্ত্র, চামড়া, চিনি, কাঠ, পাট, সার, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার বিভিন্ন নতুন নতুন শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ে।

উদ্দীপকের ধান, পাট, আখ ও তুলার উৎপাদন বাড়াতে রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। অপরদিকে চিনি শিল্পের জন্য কাঁচামাল হিসেবে আখ, পাট শিল্পের জন্য কাচা পাট এবং কাগজ শিল্পের জন্য বাঁশ প্রয়োজন। এছাড়া কৃষি শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প খাতের অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে, যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যায়।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না। বিদেশমুখীতার কারণেও অনেক পুঁজি বাইরে চলে যায়। এজন্য শিল্পোন্নয়নের জন্য দক্ষ উদ্যোক্তার প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে করিমের দেশের অর্থনীতি হলো অনুন্নত দেশের অর্থনীতি।

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট।

উদ্দীপক অনুযায়ী করিমের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম। এমনকি মূলধনের স্বল্পতার কারণে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়। যার ফলে করিমের দেশে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। তাই উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে করিমের দেশের অর্থনীতিকে অনুন্নত দেশের অর্থনীতি বলা যায়।

ঘ করিমের দেশকে উক্ত বৈশিষ্ট্য তথা অনুন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সাধারণত স্থবির হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে এসব দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে সেখানে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি একসময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

করিমের দেশটিকে এ অবস্থায় সম্পদ ও মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিতে হবে। শিল্পোন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ মূলধন

সংগ্রহের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। তাছাড়া জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে করিমের দেশটি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

অতএব বলা যায়, উপরের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে করিমের দেশটি এর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক EPZ (Export Processing Zone) হলো কোনো দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য যেখানে রপ্তানির আগে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

খ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকালে অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় ও সমাজে নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কেবল উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তন ঘটায় না, গুণবাচক পরিবর্তনও আনে।

গ উদ্দীপকের ১০ বছর আগে দেখা মুরাদের দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত।

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুরাদ নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার আগে তার দেশের মাথাপিছু আয় ছিল খুবই কম, যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত এবং তার দেশটি শিল্পখাতেও ছিল অনেক পিছিয়ে। যা অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ১০ বছর আগে মুরাদের দেশটি অনুন্নত দেশের শ্রেণিভুক্ত ছিল।

ঘ ১০ বছর পরে দেখা মুরাদের দেশটি উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিভুক্ত এবং দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনের নিয়ামকগুলো হলো– মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অবকাঠামো নির্মাণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এসব দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম কিন্তু অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২,০৬৪ মার্কিন ডলার। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন– সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের কল্যাণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২,১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার মুরাদের দেশটির শিক্ষার হার পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ৭ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিতের হার ৭২.৩%। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সরকার নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি চাকরি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে নারীরা আজ পুরুষের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে।

খ ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

গ বাজেটের যে অংশে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং যে ব্যয়ের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয় তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে।

অ-উন্নয়ন বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না। অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় মূলত কর রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কাল্পনিক বাজেটে অ-উন্নয়ন ব্যয়ের খাত যথাক্রমে জনপ্রশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা। এসব খাদে বরাদ্দকৃত মোট ব্যয় (২৯,০০০ + ৭,৫০০ + ১৮,৫৪০) বা ৫৫,০৪০ কোটি টাকা।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অ-উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ হলো ৫৫,০৪০ কোটি টাকা।

ঘ কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। উদ্দীপকের কাল্পনিক বাজেটটি একটি ঘাটতি বাজেট। যা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক।

সরকারের দেশ পরিচালনার বর্ধিত ব্যয় শুধু 'কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব' দ্বারা মিটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যও বিপুল অর্থ প্রয়োজন, যা সরকারি রাজস্ব হতে পূরণ হয় না। এক্ষেত্রে সরকার ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে।

উদ্দীপকের কাল্পনিক বাজেট অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট ব্যয় (২৯,০০০ + ৮,০০০ + ৫,৯৭২ + ৭,৫০০ + ৬,২৩০ + ১৮,৫৪০) বা ৭৫,২৪২ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে নির্ধারিত মোট আয় ৭১,৪১০ কোটি টাকা। ঘাটতি = (৭১,৪১০−৭৫,২৪২) = − ৩,৮৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট আয় < মোট ব্যয় যা ঘাটতি বাজেটকে নির্দেশ করে। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাব উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ অবস্থায় উন্নয়নের জন্য ঘাটতি বাজেট মঙ্গলজনক। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই ঘাটতি বাজেট সবসময় খারাপ নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা উচিত।

সুতরাং বলা যায়, ছকে বর্ণিত ঘাটতি বাজেট এদেশের জন্য মঙ্গলজনক।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	N	৩	N	৪	K	৫	K	৬	L	৭	L	৮	M	৯	M	১০	L	১১	N	১২	K	১৩	L	১৪	K	১৫	L
	১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	M	২০	K	২১	N	২২	L	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	K	২৭	K	২৮	L	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন স্থির থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ যুক্তিবাদী মানুষ ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে।
কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে ভোক্তা লাভবান হবে। কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ কমে। তবে ভোক্তা ততক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যের ভোগ অব্যাহত রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগ বেশি থাকে।

গ ফাতিহার বেড়াতে যাওয়া দেশের অর্থব্যবস্থাটি হলো সমাজতান্ত্রিক।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে অধিকাংশ শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ এবং সেগুলো সরকারি বা সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে না।
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ ফাতিহা 'ক' নামক দেশে বেড়াতে গেল। সে লক্ষ করলো সেখানে সবকিছু সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ নেই। কারণ সেখানে অধিকাংশ শিল্পকারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা রাষ্ট্র। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। ফলে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফাতিহার বেড়াতে যাওয়া দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। আর বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাও মিশ্র অর্থব্যবস্থা।
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অবাধে ভোগ ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে সরকারি নীতির পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকেও স্বাগত জানানো হয়।
উদ্দীপকে ফারহান ও ফারাবি একটি দেশে বসবাস করে। ফারহান সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অন্যদিকে ফারাবি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বাংলাদেশের অর্থনীতিও একই ধরনের। এদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন : উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি কিছু মৌলিক ও ভারী শিল্প এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। উদ্দীপকের দেশটিতে যেমন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সম্মিলিত প্রয়াসে কার্য সম্পাদন করে ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও প্রায় সব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রয়াস লক্ষ করা যায়।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দৃশ্যকল্প ২-এর অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায়, তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন– ফ্রিজ, গাড়ি ইত্যাদি।

খ সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। মানুষের ভোগের পরিমাণ বাড়লে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে। আবার ভোগের পরিমাণ কমলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ ভোগের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতিতে আব্দুর রহিমের ধান চাষ করার সিদ্ধান্তকে সুযোগ ব্যয় হিসেবে অভিহিত করা হয়।
একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তাকেই সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থাৎ একজন মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে সবকিছু পাওয়া সম্ভব হয় না। একটি পছন্দের কিছু পেতে গেলে অন্য একটি পছন্দ তাকে ত্যাগ করতে হয়। এভাবে একটি দ্রব্যের উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়। সীমিত সম্পদের সাহায্যে একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদিত করতে হলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন কিছু ত্যাগ করতে হয়।
উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এ দেখা যায়, আব্দুর রহিম তার জমিতে শুধু ধান চাষ করলে ৪০ মণ ধান এবং শুধু পাট চাষ করলে ৩০ মণ পাট উৎপাদন করতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি ধান চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে ৪০ মণ ধান উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো ৩০ মণ পাট। তাই বলা যায়, আব্দুর রহিমের সিদ্ধান্তকে অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেক্ষাপট-২ এ অর্থনীতিবিদদের মন্তব্যটি ছিল "জমাকৃত অর্থ দ্বারা এরূপ খামার গঠন দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক।" যা বিনিয়োগকে নির্দেশ করছে।
মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।
উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ লক্ষ করা যায়, উত্তম বড়ুয়া তার বেতন থেকে পরিবারের খরচ নির্বাহের পর কিছু টাকা জমা করেন। পরবর্তীতে জমাকৃত টাকা দিয়ে বাড়ির পাশে একটি হাঁসের খামার গড়ে তোলেন এবং দেখাশুনার জন্য দুইজন লোক নিয়োগ দেন। এই জমাকৃত টাকা দিয়ে খামার করা হলো বিনিয়োগ।
অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। সঞ্চয় ছাড়া বিনিয়োগ সম্ভব নয়। আবার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ না করলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। কাজেই বলা যায়, উত্তম বড়ুয়া তার সঞ্চয়কে হাঁসের খামার

করার কাজে বিনিয়োগ করেন। এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপদানের ম্যাধমে তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। কেননা বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন বাড়লে নতুন কর্মসংস্থান ও অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। আর অধিক মুনাফাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এটি জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেক্ষাপট-২ এ অর্থনীতিবিদদের মন্তব্যটি যথার্থ।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে যোগান বলে।

খ দ্রব্য ভোগের সাথে প্রান্তিক উপযোগের বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকার কারণে প্রান্তিক উপযোগ রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

প্রান্তিক উপযোগ রেখা মূলত দ্রব্য ভোগের একক এবং প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। আর কোনো দ্রব্য বারবার ভোগ করতে থাকলে ভোক্তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। আর দ্রব্য ভোগের সাথে প্রান্তিক উপযোগের বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই প্রান্তিক উপযোগ রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেয়, তাকে বাজার যোগান বলে।

বাজারের সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান সূচি যোগ করে বাজার যোগানের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি হতে বাজার যোগানের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার যোগান (S_1) (কুইন্টাল)	২য় বিক্রেতার যোগান (S_2) (কুইন্টাল)	বাজার যোগান (S) ($S = S_1 + S_2$) (কুইন্টাল)
২০	৫০	২৫	৫০ + ২৫ = ৭৫
৪০	১০০	৫০	১০০ + ৫০ = ১৫০
৬০	১৫০	৭৫	১৫০ + ৭৫ = ২২৫

উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচিতে বিভিন্ন দামে ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগান দেখানো হয়েছে। ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ যোগ করে বাজার যোগানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা তখন বাজার যোগান (৫০ + ২৫) বা ৭৫ কুইন্টাল। এভাবে দ্রব্যের দাম বেড়ে ৪০ ও ৬০ টাকা হলে বাজার যোগান হয় যথাক্রমে (১০০ + ৫০) বা ১৫০ কুইন্টাল এবং (১৫০ + ৭৫) বা ২২৫ কুইন্টাল।

ঘ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেয় তাকে বাজার যোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান সূচি যোগ করে বাজার যোগান সূচি তৈরি করা হয়।

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগান রেখা অঙ্কন করা যায়। এ দুজন বিক্রেতার দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ যোগ করে বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করা যায়।

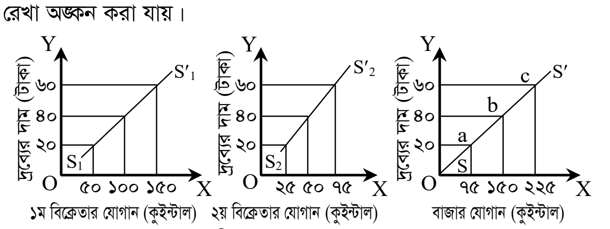

চিত্র : বাজার যোগান রেখা

উপরের রেখাচিত্রে ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান রেখা হলো যথাক্রমে S_1S_1' ও $S_2S'_2$। দাম ২০ টাকায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান হবে (৫০ + ২৫) বা ৭৫ কুইন্টাল, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে দাম যখন ৪০ ও ৬০ টাকা ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১০০, ৫০ ও ১৫০, ৭৫ কুইন্টাল। তাই বাজার যোগানের পরিমাণ হয় (১০০ + ৫০) বা ১৫০ এবং (১৫০ + ৭৫) বা ২২৫ কুইন্টাল, যা b ও c বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে আমরা SS′ রেখা অঙ্কন করি; যা বাজার যোগান রেখা নির্দেশ করে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে।

ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে।

উদ্দীপকে প্রদত্ত উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

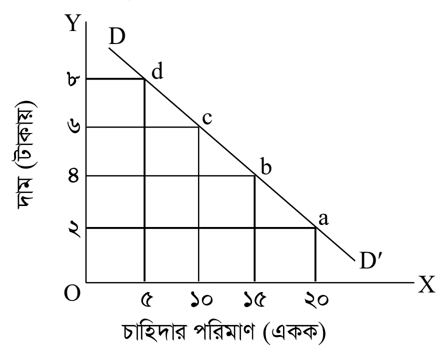

চিত্র : চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) পণ্যের দাম দেখানো হয়েছে। পণ্যের দাম যখন ২ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ২০ একক। এখন OY অক্ষের ২ সূচক এবং OX অক্ষের ২০ একক সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে b, c ও d বিন্দুতে যথাক্রমে ৪ টাকায় ১৫ একক, ৬ টাকায় ১০ একক এবং ৮ টাকায় ৫ একক পণ্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার a, b, c ও d বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা DD' রেখা পাব। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা।

ঘ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বাড়ার পাশাপাশি আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

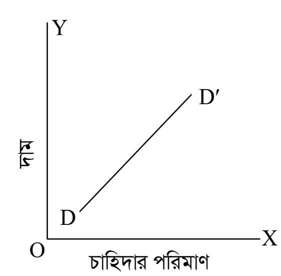

চিত্র : দাম বাড়ার পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি অবস্থায় চাহিদা রেখা

চাহিদা বিধি অনুসারে দাম ছাড়া অন্যান্য অবস্থা তথা ভোক্তার আয়, রুচি, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, সম্পর্কিত অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে। এজন্য দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয় যা চাহিদাকে প্রভাবিত করে সেগুলোর পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না। তখন চাহিদা রেখাও স্বাভাবিক আকৃতির অর্থাৎ বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয় না।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও দাম বাড়ার পাশাপাশি ভোক্তার আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী না হয়ে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। চিত্রে DD′ হলো এরকমই একটি ব্যতিক্রমধর্মী চাহিদা রেখা। এ রেখা বরাবর বামদিক থেকে ডানদিকে অগ্রসর হলে বোঝা যায়, দাম বাড়ার পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির কারণে ভোক্তার চাহিদা বাড়ছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়– এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

সুযোগ ব্যয় হলো দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি একটি সাইকেল ক্রয় করলেন, তার জন্য তাকে পরবর্তী সর্বোত্তম পছন্দ হিসেবে কক্সবাজার ভ্রমণ বাদ দিতে হলো। সাইকেল ক্রয়ের জন্য ত্যাগকৃত পছন্দই হলো সেই সাইকেল ক্রয়ের সুযোগ ব্যয়। অর্থাৎ একটি পছন্দ পূরণ করতে গিয়ে পরবর্তী সর্বোত্তম যে পছন্দটি ত্যাগ করতে হয়, সেই ত্যাগকৃত পছন্দই হলো সুযোগ ব্যয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রহিমা বেগমের প্রথম দিকের কাজগুলো অর্থনীতিতে অ-অর্থনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে।

যেসব কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাই অ-অর্থনৈতিক কাজ। অ-অর্থনৈতিক কাজ মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখে না। যেমন– পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, শখ করে বাগান করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি। এছাড়াও যেসব কাজে সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়ে বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও অ-অর্থনৈতিক কাজ। যেমন– চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকপাচার প্রভৃতি। উদ্দীপকে লক্ষণীয়, রহিমা বেগম প্রথমদিকে তার চার সন্তানকে লালন-পালন করতেন। এছাড়া সে পারিবারিক অন্যান্য কাজ দেখাশুনা করতেন। রহিমা বেগমের এই কাজগুলো পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করতো। তবে এ কাজগুলো অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখত না। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, রহিমা বেগমের প্রথম দিকের কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে।

ঘ "রহিমা বেগমের শেষের কাজটি পারিবারিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।" উক্তিটি যথার্থ– বলে আমি মনে করি।

জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে। এসব কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা খরচ করে। অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে রয়েছে– শ্রমিকের কলকারখানায় কাজ, কৃষকের জমিতে কাজ, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা, শিল্পপতির প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি।

উদ্দীপকের রহিমা বেগমের স্বামী যখন জীবিত ছিল তিনিই অর্থনৈতিক কাজ করতেন। স্বামীর কাজের মাধ্যমে যা আয় হতো তা দিয়েই তাদের সংসার চলত। কিন্তু তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আর্থিক সংকট দূর করার জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে সংসার পরিচালনা করেন। মূলত জীবিকার তাগিদেই রহিমা বেগম সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেন।

জীবন জীবিকার জন্য মানুষের সম্পদ অতি প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ ঐ সম্পদ উপার্জনের জন্য নিরলস চেষ্টা করে। অতএব বলা যায়, রহিমা বেগমের কাজ থেকে অর্থপ্রাপ্তি তার জীবিকার মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করেন তাকে অলিগোপলি বাজার বলে ।

খ একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে পুরাতন ফার্মগুলো উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়, যে কারণে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না। একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যটির কোনো নিকট পরিবর্তক থাকে না। একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। কেননা নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের ভয়ে বাজারে প্রবেশ করে না।

গ প্রেক্ষাপট-১ এর বাজারটি অতি স্বল্পকালীন বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখানে পণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। যেমন- সকালের কাঁচাবাজার, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ইত্যাদির বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার। এ বাজারের স্থায়িত্বকাল এতই কম থাকে যে, প্রয়োজন অনুযায়ী এ সময়ে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। এ বাজারে দাম বাড়া-কমার ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদার ভূমিকাই মুখ্য। এসব দ্রব্যের সম্পূর্ণ মজুদ বাজারে বিক্রির জন্য যোগান দেওয়া হয়। তাই এ বাজারের যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়। অতি স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার বিভিন্নতা অনুসারেই দামের পার্থক্য ঘটে তথা চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে এবং চাহিদা কমলে দাম কমে।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-১ এর পণ্যটি হচ্ছে সবজি যা পচনশীল দ্রব্য। পচনশীল দ্রব্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনে দামের পরিবর্তন ঘটে। এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় উদ্দীপকের সবজির বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এর বাজার অর্থনীতিতে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে। উক্ত বাজারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জামাল সাবান কিনতে দোকানে গেলে দোকানদার তাকে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির সাবান দেখায়। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে সমপরিমাণ পণ্য থাকলেও দাম, গন্ধ ও মোড়কে সামান্য পার্থক্য ছিল। এর সঙ্গে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পণ্যের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। কারণ, সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে ওঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের শিল্পে প্রবেশ এবং প্রস্থানে কোনো বাধা নিষেধ নেই। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা করলে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি করে প্রচার করে। বেশি প্রচারের ফলে এই ফার্মগুলোর বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক বিক্রয়জনিত ব্যয় বেড়ে যায়। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এ বাজারে একজন বিক্রেতা অপর একজন বিক্রেতার উৎপাদিত দ্রব্যের পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে না। প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।

সুতরাং বলা যায়, জামালের ক্রয়কৃত সাবানটি হলো একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি পণ্য।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

খ মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় হলো জাতীয় আয় পরিমাপের দুটি পৃথক ধারণা।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মুল্যের সমষ্টিই

হলো মোট জাতীয় আয় (GNI)। আর কোনো কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো নিট জাতীয় আয় (NNI)। GNI দ্বারা মাথাপিছু আয় নির্ণয় করলে তা সঠিক হয় না। অপরদিকে NNI তে অবচয় ব্যয় না থাকায় মাথাপিছু আয়ের সঠিক হিসাব সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে 'X' দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের আর্থিক মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP নিরূপণ করা যায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, 'X' দেশে এক বছরে দুই লক্ষ কুইন্টাল ধান, ২০ হাজার কুইন্টাল পাট, দুই লক্ষ পোশাক উৎপাদিত হয়। তাহলে 'X' দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) = দুই লক্ষ কুইন্টাল ধান × বাজার মূল্য + ২০ হাজার কুইন্টাল পাট × পাটের বাজার মূল্য + দুই লক্ষ পোশাক × পোশাকের দাম।

সুতরাং 'X' দেশের জিডিপি = (২,০০,০০০ × ২০০০ + ২০,০০০ × ২০০০ + ২,০০,০০০ × ২০০০) টাকা।
= (৪০,০০,০০,০০০ + ৪,০০,০০,০০০ + ৪০,০০,০০,০০০)
= ৮৪,০০,০০,০০০ টাকা।
= ৮৪ কোটি টাকা।

অতএব 'X' দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন ৮৪ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যগুলো কৃষি ও শিল্পখাতের অন্তর্গত। উভয় খাতই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। তবে শিল্প খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিকতর ভূমিকা রাখে।

শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। শিল্প হলো অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্প খাত গঠিত।

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৬.০১ শতাংশ। সার্বিক শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ২৩.৩৬ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলো হলো– বস্ত্রশিল্প, চিনি, সার, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চামড়া, পোশাক, সিগারেট, প্লাস্টিক ইত্যাদি। আবার দিয়াশলাই, সাবান, প্রসাধনী প্রভৃতি হলো ক্ষুদ্রায়ন শিল্প। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণখাতে প্রবৃদ্ধি হার বাড়ছে। আবার বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি পর্যাপ্ত থাকায় শিল্পকারখানায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু শিল্প খাতের এ প্রবৃদ্ধি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত তাই অর্থ।

খ যে আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তোলা যায় না তাকে স্থায়ী আমানত বলে।

এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন– ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের ওপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান অনুসরণ করতে হয়।

গ সায়েমের কাছে যেসব মুদ্রা ছিল গ্রহণসীমার দিক থেকে সেসব অসীম ও সসীম বিহিত মুদ্রা।

গ্রহণসীমার দিক থেকে বিহিত মুদ্রাকে দুই ভাগে করা যায় : i. অসীম বিহিত মুদ্রা ও ii. সসীম বিহিত মুদ্রা। যে বিহিত মুদ্রা দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন সম্পন্ন করা যায় তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে। যেমন– বাংলাদেশের ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। আবার যে বিহিত মুদ্রা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দেনা পরিশোধে গ্রহীতার আপত্তি থাকতে পারে তাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। যেমন– বাংলাদেশের ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা সসীম বিহিত মুদ্রা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সায়েম কয়েক বছর শখের বশে ধরে মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখে। ঈদের সময় সে ঐ ব্যাংকটি ভেঙে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকার কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা পেল। এগুলোর মধ্যে ১ ও ২ টাকা হলো সসীম বিহিত মুদ্রা এবং ৫, ৫০ ও ১০০ টাকা হলো অসীম বিহিত মুদ্রা। সুতরাং সায়েমের কাছে গ্রহণসীমার দিক থেকে অসীম ও সসীম বিহিত মুদ্রা ছিল।

ঘ সায়েম যে টাকাগুলো ডলারে রূপান্তর করতে পারলো না সেগুলো ছিল রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা। আর যেগুলো রূপান্তর করতে পারলো তা হচ্ছে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা।

কাগজি মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : i. রূপান্তরযোগ্য ও ii. রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা। যে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় না তাকে রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো ১ ও ২ টাকার নোট। আর রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হলো এরূপ মুদ্রা যার পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রাগুলো হলো ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। এসব অঙ্কের কাগজের নোটগুলো ইস্যু করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকের সায়েম ১ ও ২ টাকার কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা নিয়ে ব্যাংকে যায়। কিন্তু ব্যাংক তাকে ১ ও ২ টাকার মুদ্রাগুলোর বিনিময়ে ডলার দিতে রাজি হয়নি। কারণ ১ ও ২ টাকার কাগজি মুদ্রা হলো সসীম বিহিত মুদ্রা, যা রূপান্তরযোগ্য নয়। তবে সায়েম ৫, ৫০ ও ১০০ টাকার নোটের বিনিময়ে ডলার কিনতে সক্ষম হয়। কারণ ৫, ৫০ ও ১০০ টাকার নোট হচ্ছে একাধারে অসীম বিহিত ও রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা। এ শ্রেণির মুদ্রা দ্বারা যেকোনো অঙ্কের দেনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সায়েমের কাছে কিছু রূপান্তরযোগ্য এবং কিছু রূপান্তর অযোগ্য কাগজি মুদ্রা ছিল। এ কারণে সায়েম তার সমস্ত মুদ্রা ডলারে রূপান্তর করতে পারছিল না।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ EPZ (Export Processing Zone) হচ্ছে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ইপিজেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশের শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়াই এর লক্ষ্য। বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী EPZ।

গ উদ্দীপকের শায়লার পত্রিকার পাতায় দেখা পাটের ফলন বিষয়টি 'কৃষি খাত' এবং পাট থেকে তৈরি হওয়া চট, বস্তা, দড়ি, সুতা ইত্যাদি দ্রব্য শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের দৈনন্দিন কাজকর্ম তথা এর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কীটনাশক, সার প্রভৃতি সরবরাহ করে শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি খাত। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন– পাট, চিনি, সার, কাগজ, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার বিভিন্ন শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত

চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত পাট কৃষি খাতের এবং দড়ি, সুতা, ব্যাগ ইত্যাদি হলো শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত। পাট ছাড়া পরিবেশ অনুকূল ব্যাগ, সুতা, দড়ি, চট ও বস্তা উৎপাদন কঠিন হবে। আবার শিল্পে পাটের চাহিদা না থাকলে এটির উৎপাদন লাভজনক হতো না। সুতরাং বলা যায়, কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম খাতটি কৃষি এবং দ্বিতীয় খাতটি হলো শিল্প খাত। দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি সেবা খাতেরও উন্নয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখনো অনেকাংশে নির্ভর করে কৃষির ওপর। কেননা ঐতিহ্যগতভাবে এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। কৃষির সঙ্গে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় যুক্ত। কৃষি খাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১২.০৭ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩৬.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও শিল্প খাতের তুলনায় দেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের অবদান বেশি। যেসব অবস্তুগত দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করে তা-ই সেবা। বর্তমানে বাংলাদেশে সেবা খাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবা খাত ছিল একক বৃহত্তম খাত। সেবছর এ খাতের অবদান ছিল ৫১.৯২ শতাংশ।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের উন্নয়ন জরুরি। উল্লিখিত তিনটি খাতের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের ওপরেই এ দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করবে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।

খ কোনো দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তর করা হলে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি বলে।

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তির বিকল্প নেই। কেননা দক্ষ জনশক্তিকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। দক্ষ জনশক্তি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়।

গ উদ্দীপকে কনকের প্রথমদিকের বেকারত্বের প্রকৃতি হলো ছদ্মবেশী বেকারত্ব।

কৃষি খাতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যবিশিষ্ট লোককে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় লক্ষণীয় যে, আসলাম একাই তার জমিতে চাষবাস করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এক পর্যায়ে বড় ছেলে কনক তার সঙ্গে ঐ জমিতেই চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে চাষের কাজে বাড়তি লোক নিযুক্ত হয়েছে যাতে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, আসলাম সাহেব একা যে পরিমাণ উৎপাদন করত তার ছেলে কাজে যোগ দেওয়ার পরও উৎপাদনের পরিমাণ একই। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্ত একজন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। এর মূল কারণ হলো, কনক তার বাবার কাজকেই ভাগ করে নিচ্ছে। সুতরাং, আসলাম সাহেবের ছেলে কনক ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার।

ঘ উদ্দীপকের কনকের পরবর্তী কার্যক্রমটি আত্ম-কর্মসংস্থানকে নির্দেশ করে। আত্ম-কর্মসংস্থান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থ বা ঋণের মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ এবং নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে নিজ উদ্যোগে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকলে তাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। এটি মানুষকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে আয় বাড়ে। ছোট পরিসরে হলেও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অল্প মূলধনের সাহায্যে সহজেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। এটি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের কনকের প্রথমে বাবার সঙ্গে ছোট আকারের কৃষিকাজে যোগ দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে ব্যর্থ হয়। তাই সে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গরুর খামার করে। একসময় সে আরো পাঁচজন লোককে নিয়োগ দেয়। এভাবে কনক আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হয়। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, কনকের পরবর্তী কার্যক্রম তথা আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ দেশে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, খাদ্য উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকানা ও ভোগদখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি উন্নয়ন কর বলে।

খ (মোট আয় – মোট ব্যয়) > ০ হয় উদ্বৃত্ত বাজেটে।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে, তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। অর্থাৎ এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি হয়। সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের বাজেট পরিলক্ষিত হয়।

গ আলম সাহেবের বাজেটের সঙ্গে সরকারের ঘাটতি বাজেটের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের আলম সাহেবের মাসিক বেতন ২৮,০০০ টাকা হলে তার বাৎসরিক আয় ৩,৩৬,০০০ টাকা। অপরদিকে বছরের শুরুতে তিনি সংসার খরচের বাজেট করতে গিয়ে দেখেন তার প্রায় ৫,০০,০০০ টাকার ঘাটতি থেকে যায়। অর্থাৎ মোট আয় < মোট ব্যয়। প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

তাই বলা যায়, আলম সাহেবের বাজেটের সঙ্গে সরকারের ঘাটতি বাজেটের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ হ্যাঁ, উন্নয়নশীল দেশে উদ্দীপকের অনুরূপ ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক হবে বলে আমি মনে করি।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

উদ্দীপকের আলম সাহেবের সংসার খরচের বাজেটের সাথে সরকারের ঘাটতি বাজেটের সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ার কারণেই উক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।